দৈনিক-উপাসনা

(নিত্যপাঠ্য বেদ ও উপনিষৎ সহ)

শ্রীমৎ সেবানন্দ স্বামী

আশ্রম

মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা

প্রাপ্তিস্থান—

১। কার্য্যাধ্যক্ষ, কাশী-যোগাশ্রম।

হাউজ কটোরা, পোঃ বেনারস সিটি।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩৪৬ সাল।

মূল্য চারি আনা।

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন দাস, এম-এ,
২০, চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ,
কলিকাতা।

১৩নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন, কলিকাতা নিবাসী
শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সেট ও শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেট
মহোদয়দ্বয়ের সাহায্যে প্রচারিত।

সুষমা প্রেস,
৩নং রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা।
মুদ্রাকর—শ্রীরেবতীমোহন মজুমদার।
১৯৩৭।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ তৎ সদ্ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ সর্ব্বাত্মনে পরমাত্মনে নমঃ।

নিবেদন।

ভারতীয় আর্য্যজাতির (হিন্দুজাতির) প্রাচীনতম ও সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম **বেদ**। **উপনিষৎ** বা **বেদান্ত** বেদেরই অন্তর্গত। বেদ ও উপনিষদে ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের উপলব্ধি ও উপাসনা সম্যগ্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাসনা ও স্বাধ্যায় হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই প্রত্যহ ব্রহ্মোপাসনা বা ভগবদুপাসনা এবং নিত্য বেদ ও উপনিষৎ পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান কালে নানাকারণে অনেকেরই ভগবদুপাসনা ও শাস্ত্রপাঠের অবসর অতি অল্প। অনেকেই আবার উপাসনা-প্রণালী ও নিত্যপাঠ্য বেদ ও উপনিষদের বিষয় জ্ঞাত নহেন। তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বৈদিক ব্রহ্মোপাসনা—স্তুতি, বন্দনা, জপ, ধ্যান, প্রার্থনাদি এবং বেদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সূক্ত ও প্রধান প্রধান উপনিষদ্ বাক্যগুলি নিত্যপাঠ্যরূপে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়গণ পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে এবং পাঠের শেষে আবৃত্তির জন্য এই গ্রন্থ হইতে **হিন্দু-ছাত্র-ছাত্রীগণের** উপযোগী দুই একটী স্তোত্র এবং প্রত্যহ পাঠের জন্য বেদ ও উপনিষদের কোন কোন অংশ নির্ব্বাচন করিয়া দিলে বালক-বালিকাগণের স্বধর্ম্মে এবং জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে নিষ্ঠা ও ভক্তি সুদৃঢ় হইবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাহারও কিছুমাত্র উপকারে আসিলে এবং সনাতন **আর্য্য-ধর্ম্ম** প্রচারের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

আশ্রম, মধুপুর।
সাঁওতাল পরগণা।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

স্তোত্রাবলী—

দৈনিক-উপাসনা-

দৈনিক-উপাসনা।

(বন্দনা ও প্রার্থনা)

প্রাতঃস্মরণস্তোত্রাণি।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বা প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া "ওঁ ওঁ ওঁ," "জয় ভগবান্, জয় ভগবান্, জয় ভগবান "জয়গুরু, জয়গুরু, জয়গুরু," বলিয়া উত্থিত হইবে। পরে নিম্নলিখিত স্তোত্রগুলি পাঠ করিবে।

১। জগদ্গুরু-পরমেশ্বর-স্তোত্রম্।

ওঁ বন্দে-হং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদ্গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্ ॥১॥

১। জগদ্গুরু ব্রহ্ম পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ * সর্ব্বপ্রকার ভেদের অতীত (অসীম, অনন্ত, অখণ্ড, এক, অদ্বৈত বস্তু), নিত্য, পূর্ণ, নিরাকার, নির্গুণ (সর্ব্বগুণাতীত) এবং আপন স্বরূপে স্থিত।

---

* ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালে যাহা একভাবে অবস্থিত তাহা "সৎ" নামে অভিহিত। অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া যিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং যাবতীয় বস্তুর প্রকাশক তিনিই "চিৎ"। যাহা নিত্য, অখণ্ড, পূর্ণ, নিরতিশয় সুখস্বরূপ, পরম প্রেমাস্পদ, সর্ব্ব দুঃখতাপের অতীত তাহাই "আনন্দময় বস্তু"। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ।

পরাৎপরং পরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ॥২॥

যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণম্।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং
তং সংসারবিনাশহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদম্ ॥৩॥

নিত্যং শুদ্ধং নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥৪॥

২। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠতর, নিত্য আনন্দময়, (জীবসমূহ তাঁহাকে পাইয়াই পরমানন্দ, পরমা শান্তি লাভ করে)। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সেই পরমগুরু পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়াকাশ মধ্যে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই **জ্ঞানস্বরূপ** আমার হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান—এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

৩। সংসার বন্ধন বিনাশের হেতু, মুক্তিদাতা, অজর (জরা রহিত) পরমগুরু পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি। তিনি নিত্যানন্দময়, প্রসন্ন ও নির্ম্মল; তিনি সকলের ঈশ্বর। তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রপঞ্চ জগতের অতীত, অনন্ত—সর্ব্বব্যাপী এবং একমাত্র ধ্যানগম্য। জ্ঞানিগণ সমাধিকালে তাঁহাকে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় **অনন্ত** ও **প্রশান্ত**—এইভাবে ধ্যান করিয়া থাকেন।

৪। যিনি নিত্য, শুদ্ধ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন, যিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, চিদানন্দস্বরূপ, সেই পরম গুরু ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥৫॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥৬॥

ওঁ

৫। শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে আমি বাক্যে উচ্চারণ করি; শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে আমি স্মরণ করি; শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে আমি ভজনা করি; শ্রীমৎ পরমব্রহ্ম গুরুকে আমি নমস্কার করি।

৬। যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, পরম সুখদায়ক, কেবল, জ্ঞানস্বরূপ, যিনি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত এবং আকাশবৎ (অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ), যিনি "তত্ত্বমসি" আদি বেদবাক্যের * লক্ষ্যস্বরূপ, যিনি এক, নিত্য, বিমল, অচল, সর্ব্বদা নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ, সেই ভাবাতীত, ত্রিগুণরহিত সদ্‌গুরু পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।

* "তত্ত্বমসি" (তুমিই সেই আত্মা), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (এই আত্মাই ব্রহ্ম)—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম (এই সমস্তই ব্রহ্ম)—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পরমাত্মা-পরমেশ্বর-ব্রহ্মই সমস্ত জগৎ ও জীব এবং সমস্তই ব্রহ্মময়, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতি (বেদ) বাক্যের লক্ষ্য,—ব্রহ্ম।

২। শ্রীগুরুপ্রণামঃ

ওঁ

বন্দে গুরোঃশ্রীচরণারবিন্দে অজ্ঞাননাশায় বিমোক্ষণায়।
ধীরায় শান্তায় সদুত্তমায় মহাত্মনে শ্রীগুরবে নমস্তে ॥১॥

প্রণমামি গুরুং প্রাজ্ঞং শান্তং ব্রহ্মপরায়ণম্।
অহেতুক-কৃপাসিন্ধুং যস্মাদ্বন্ধ-বিমোক্ষণম্ ॥২॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩॥

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪॥

ওঁ

১। অজ্ঞানের নাশ এবং বিমুক্তিলাভের জন্য গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। ধীর, শান্ত, সদুত্তম মহাত্মা শ্রীগুরু তোমাকে নমস্কার।

২। জ্ঞানবান্, শান্ত, ব্রহ্মপরায়ণ, অযাচিত-করুণাসিন্ধু, ভববন্ধন-বিমোচক শ্রীগুরুকে প্রণাম করি।

৩। এই অসীম অনন্ত চরাচর বিশ্বজগৎ যাঁহাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত তাঁহার পদ যিনি দেখাইয়াছেন (যিনি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন) সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

৪। জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি অজ্ঞানরূপ তিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

৩। পরমেশ্বর-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

ওঁ প্রাতঃ স্মরামি হৃদি দেব মনন্তমাদ্যং
স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতু মচিন্ত্যশক্তিম্।
বিশ্বেশ্বরং নিখিলবিশ্ব মনন্তরূপং
সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস-নাথম্ ॥১॥

প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈ নিগমা অবোচং
স্তং দেবদেব মজ মচ্যুত মাহু রগ্র্যম্ ॥২॥

প্রাতর্নমামি পরমং পুরুষং মহান্তং
রাগাদি-দোষরহিতং বিমলং প্রশান্তম্।
সংসারবন্ধন-বিমোচন-হেতুভূতং
ভক্ত্যা নতো-স্মি তমহং শরণংপ্রপদ্যে ॥৩॥

ওঁ

১। আমি প্রাতঃকালে হৃদয় মধ্যে সেই অনন্ত আদিদেব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, অচিন্ত্যনীয় শক্তিস্বরূপ, বিশ্বেশ্বর, নিখিল বিশ্বমূর্ত্তি, অনন্তরূপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বহৃদয়ের নিবাসী প্রভুকে স্মরণ করি।

২। বাক্য যাঁহার অনুগ্রহে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, বেদসমূহ যাঁহাকে "তিনি ইহা নন, তিনি ইহা নন, তিনি এইরূপ নহেন, তিনি এইরূপ নহেন,"—এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যিনি অজ-অবিনাশী (জন্মমৃত্যু রহিত), দেবতাদিগেরও দেবতা, আদিদেব বলিয়া কথিত হন, তাঁহাকে প্রাতঃকালে আমি ভজনা করিতেছি।

৩। আমি প্রাতঃকালে সেই মহান্ পুরুষকে নমস্কার করি, যিনি

৪। প্রার্থনা।

ওঁ

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব বিশ্বেশ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥১॥

শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং তব প্রিয়ং সাধয়িতুং প্রযচ্ছ।
জ্ঞানং চ মহ্যং জগদীশ দেহি কৃত্যে যথা মে ন ভবেৎ প্রমাদঃ ॥২॥

নমস্তুভ্যং জগন্নাথ কৃপাময় জগৎপ্রভো।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥৩॥

রাগাদি-দোষরহিত (অকাম ও স্পৃহাশূন্য), নির্ম্মল ও প্রশান্ত, যিনি সংসারবন্ধন বিমুক্তির কারণস্বরূপ, তাঁহাকে আমি ভক্তিসহ নমস্কার করি এবং তাঁহার শরণগ্রহণ করি।

৪। প্রার্থনা।

১। হে সর্ব্বলোকাধিপতি, হে চৈতন্যময়, হে অধিদেব, হে বিশ্বেশ্বর, হে সর্ব্বব্যাপী প্রভো, আমি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমারই আজ্ঞায় তোমারই প্রীতির জন্য সংসারযাত্রা অনুবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

২। হে জগদীশ, তোমার প্রিয়কার্য্য (কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ) সাধন জন্য আমার শরীরে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দাও এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে আমার কোন প্রমাদ-মোহ-ভ্রান্তি না হয়, তজ্জন্য হে প্রভো আমাকে জ্ঞান দাও।

৩। হে জগন্নাথ, হে কৃপাময় জগৎপ্রভু, তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আমাকে নিবেদন করিতেছি, তুমিই আমার গতি (আশ্রয়)।

* নিম্নলিখিত তিনটী স্তোত্র (ব্রহ্মস্তুতি, ব্রহ্মস্তব ও পরমেশ স্তোত্র) পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পঠনীয়।

৫। ব্রহ্ম-স্তুতিঃ

ওঁ অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধার-মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥১॥
যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥২॥
যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ।
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥৩॥
জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং দ্রষ্টা দর্শন-দৃশ্যভূঃ।
কর্ত্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাৎ তস্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ ॥৪॥

১। যিনি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত—মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি নির্গুণ ও সগুণ—গুণাতীত ও গুণময়, যিনি সমস্ত জগতের আধার-স্বরূপ, সেই সর্ব্বাধার-জগদাধার ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি।

২। বেদান্তবিদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করেন, অপর কেহ কেহ যাঁহাকে পরম-প্রধান-পুরুষ, অথবা যাঁহাকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, বিঘ্নবিনাশক তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

৩। যাঁহা হইতে বিশ্বজগৎ ও সমস্ত জীব (সর্ব্বভূত) প্রকাশিত হয় ও স্থিতি করে এবং যাঁহাতে সমস্ত জীব ও জগৎ উপশমপ্রাপ্ত হয় (বিলীন হয়), সেই সত্যস্বরূপকে (সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে) নমস্কার।

৪। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়, দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য, কর্ত্তা-হেতু-ক্রিয়া—এই সমস্ত যাঁহা হইতে প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞপ্তিস্বরূপকে (চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে) নমস্কার করি।

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদ্ আনন্দস্যাম্বরেঽবনৌ।
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ ॥৫॥

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বে সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্য স্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥৭॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্ গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো-
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৮॥

ওঁ

৫। যাঁহা হইতে আনন্দের কণাসমূহ আকাশে-পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি বিশ্বের সকল প্রাণী সকল পদার্থের জীবনস্বরূপ, সেই ব্রহ্মানন্দস্বরূপকে (**আনন্দ**স্বরূপ ব্রহ্মকে) নমস্কার করি।

৬। যে প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বর পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, তদুপরিস্থ আকাশে (স্বর্গে), আমার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী **সর্ব্বাত্মাকে** নমস্কার করি।

৭। যাঁহার মধ্যে সর্ব্ব (জীব ও জগৎ) অবস্থান করিতেছে, যাঁহা হইতে সর্ব্ব (জীব ও জগৎ) প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ব-(জীব ও জগৎ) রূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদিকে-সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপদার্থে বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই **সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপীকে** নমস্কার করি।

৮। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুতাদি দেবগণ যাঁহাকে

৬। ব্রহ্ম-স্তবঃ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমো ঽদ্বৈত-তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥১॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥২॥

দিব্য স্তবে স্তুতি করেন, সামগায়ক ঋষিগণ বেদাঙ্গ-পদক্রম ও উপনিষৎ সহ বেদসমূহ দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, যোগিগণ ধ্যাননিরত তদ্গত চিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন এবং সুর ও অসুরগণ যাঁহার অন্ত (সীমা-অবধি) বিদিত নহেন, সেই দেবতাকে আমি নমস্কার করি।

১৫। ব্রহ্ম-স্তব।

১। তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, সংস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি চিৎস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ), তুমি বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি এক-অদ্বিতীয় (অনন্ত), তুমি মুক্তিদাতা তোমাকে নমস্কার; তুমি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ (সর্ব্বগুণাতীত) ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার।

২। তুমি সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই একমাত্র বরণীয় (বরণের যোগ্য, প্রার্থনীয়), তুমিই জগতের একমাত্র কারণ, তুমি বিশ্বরূপ ও বহুরূপ ধারণ করিয়াছ। একমাত্র তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক ও সংহারক। একমাত্র তুমিই সকলের উপর, তুমি নিশ্চল (স্থির), তুমি নির্ব্বিকল্প (সর্ব্ববিকল্প রহিত—অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ)।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৩॥

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত-তত্ত্ব
জগদ্-ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥৪॥

তদেকং স্মরাম স্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎ-সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫॥

৩। তুমি ভয়েরও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ, তুমি সমস্ত প্রাণীর গতি (গন্যস্থান, আশ্রয়), পাবনগণেরও পাবন (পবিত্রকারক), অত্যুচ্চ-পদেরও তুমি নিয়ন্তা, তুমি শ্রেষ্ঠগণেরও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকগণেরও রক্ষক।

৪। হে পরমেশ, হে প্রভো, হে সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ, হে অবিনাশিন্, হে অনির্দ্দেশ্য (অনিরূপ্য), হে ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, হে সত্যস্বরূপ, অচিন্ত্য (মনের অগম্য), অক্ষর (অবিনশ্বর), সর্ব্বব্যাপক, অব্যক্তস্বরূপ, জগৎপ্রকাশক, হে সর্ব্বাধীশ-সম্রাট, আমাকে অপায় (বিঘ্ন, বিনাশ, ধ্বংস) হইতে রক্ষা কর।

৫। এক তোমাকেই স্মরণ করি, এক তোমাকেই ভজনা করি, জগতের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ (দ্রষ্টা) তোমাকেই নমস্কার করি। তুমি

৭। পরমেশ-স্তোত্রম্।

ওঁ

নমস্তে সৎ-স্বরূপায় নিত্য সত্য সনাতন।
নমো হদ্বৈত-স্বরূপায় সর্ব্বাত্মনে নমো নমঃ ॥১॥

সর্ব্বাদ্যঃ সর্ব্বরূপস্ত্বং সর্ব্বকারণ-কারণম্।
সর্ব্বাধার নিরাধার সর্ব্বময় নমো-স্তুতে ॥২॥

ত্বং দেব জগদাধার- ত্বং দেব জগদীশ্বরঃ।
স্রষ্টা প্রশাসিতা পাতা পরমেশ নমো-স্তুতে ॥৩॥

সৎ-স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় ; তুমি সকলের আশ্রয় ; তুমি নিরালম্ব (তোমার কোন অবলম্বন নাই ; তুমিই সকলের অবলম্বন ও আশ্রয়স্বরূপ) তুমি প্রভু, ঈশ্বর। তুমিই সংসার সমুদ্রের একমাত্র তরণিস্বরূপ। হে প্রভো, তোমারই শরণ গ্রহণ করি।

৭। পরমেশ-স্তোত্রম্।

১। হে নিত্য-সত্য-সনাতন সৎস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি এক-অদ্বৈতস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাত্মা, তোমাকে নমস্কার।

২। তুমি সকলের আদি, তুমি সর্ব্বরূপ, সকল কারণের কারণ। হে সর্ব্বাধার-নিরাধার (তুমি সকলের আধার, কিন্তু স্বয়ং নিরাধার, তোমার কোন আধার নাই), হে সর্ব্বময় তোমাকে নমস্কার।

৩। হে দেব, তুমি জগদাধার, হে দেব তুমি জগদীশ্বর ; তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। হে পরমেশ, তোমাকে নমস্কার।

ত্বং হি বিশ্বনিয়ন্তা চ বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ।
বিশ্বাধার নমস্তুভ্যং বিশ্বরূপ নমো-স্তুতে ॥৪॥

অন্তর্যামী নিয়ন্তাসি সর্ব্বভূত-হৃদিস্থিতঃ।
সর্ব্বসাক্ষী সদাদ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং নমো-স্তুতে ॥৫॥

ত্বমরূপো নিরাকারঃ সাকারশ্চ ত্বমেব হি।
গুণময়ো গুণাতীতঃ সর্ব্বাতীত নমো-স্তুতে ॥৬॥

মহিমানং স্বরূপঞ্চ মনোবাচামগোচরম্।
দুর্জ্ঞেয়মতিগম্ভীরং নাহং জানামি তে প্রভো ॥৭॥

পূর্ণ-ব্রহ্ম মহান্ ভূমা পরমাত্মা ত্বমেব হি।
সচ্চিদানন্দ-রূপস্ত্বং ভগবান পরমেশ্বরঃ ॥৮॥

৪। তুমিই বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, হে বিশ্বাধার, তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

৫। তুমি সর্ব্বভূতের হৃদয়াস্থিত অন্তর্যামী নিয়ন্তা ; তুমি সর্ব্বসাক্ষী ও সদাদ্রষ্টা ; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে নমস্কার।

৬। তুমি অরূপ ও নিরাকার, অথচ তুমি সাকার ; তুমি গুণময় অথচ গুণাতীত ; হে সর্ব্বাতীত, তোমাকে নমস্কার।

৭। হে প্রভো, তোমার মহিমা ও স্বরূপ বাক্য মনের অগোচর, দুর্জ্ঞেয় ও অতি গম্ভীর, তাহা আমি কিছুই জান না।

৮। তুমি পূর্ণব্রহ্ম, মহান্ ভূমা, পরমাত্মা, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তুমি ভগবান, পরমেশ্বর।

ত্বং হি মাতা পিতা ত্বং হি গুরুর্বন্ধুঃ সখা সুহৃৎ।
অভয়ং শরণং ত্বং হি ত্বং হি মে পরমা গতিঃ ॥৯॥

দেহি মে পরমং জ্ঞানং দেহি ভক্তিং সুনিশ্চলাম্।
দেহি মে পরমাং শান্তিং দেহি মে পরমং পদম্ ॥১০॥

রাগদ্বেষ-বিহীনস্ত্বং নির্ব্বিকারঃ নিরঞ্জনঃ।
স্বস্থঃ সমাহিতঃ শান্তঃ পরমাত্মন্ নমো-স্তুতে ॥১১॥

সংস্থিতং ত্বয়ি মে সর্ব্বং ত্বমন্তরাত্মনি স্থিতঃ।
কেবলমচলং শান্তং ত্বামনন্তং স্মরাম্যহম্ ॥১২॥ *

ওঁ

৯। তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার গুরু ও বন্ধু, সখা ও সুহৃৎ। তুমিই আমার অভয় শরণ, তুমিই আমার পরমা গতি।

১০। তুমি আমাকে পরম জ্ঞান ও সুনিশ্চলা ভক্তি দাও; হে প্রভো তুমি আমাকে পরমা শান্তি ও পরম পদ দান কর।

১১। হে পরমাত্মন্ তুমি রাগদ্বেষ বিহীন, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন, তুমি **আত্মস্থ, স্থির** ও **প্রশান্ত**; তোমাকে আমি নমস্কার করি।

১২। আমার সমস্ত কিছু তোমারই মধ্যে রহিয়াছে; তুমি আমার অন্তরে রহিয়াছ (আমি তোমার মধ্যে, তুমি আমার মধ্যে)। **কেবল** (এক)-**অনন্ত-অচল-প্রশান্ত** তোমাকে আমি স্মরণ করি।

* পরমেশ-স্তোত্রটী গ্রন্থকার-বিরচিত।

* নিম্নলিখিত স্তোত্র দুইটী ও প্রার্থনাটী রাত্রিতে শয়নকালে পাঠ্য।

৮। জগদীশ-জগদ্‌গুরু-স্তোত্রম্।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥১॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥২॥

নমো-স্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে সহস্র-পাদাক্ষি-শিরোরুবাহবে।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটি-যুগধারিণে নমঃ ॥৩॥

যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বে সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্য স্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥৪॥

১। নিয়ামকগণের পরম নিয়ন্তা, দেবতাগণের পরম দেবতা, প্রভু-গণের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর সেই ভুবনপতি স্তবনীয় দেবতাকে জানি (অন্য আর কাহাকে জানিব)।

২। তুমিই আদি-দেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্থান। তুমিই বেত্তা ও বেদ্য (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু), তুমিই পরম ধাম (শান্তি-স্থান); তুমি এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তুমি অনন্তরূপ।

৩। হে অনন্তরূপ, তোমাকে নমস্কার; তোমার সহস্রমূর্ত্তি (অসংখ্য মূর্ত্তি), সহস্র পাদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র শির, সহস্র উরু, সহস্র বাহু, সহস্র (অনন্ত) নাম। হে সহস্র (অনন্ত) কোটি যুগধারী নিত্য পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

৪। যাঁহার মধ্যে সর্ব্ব (জীব ও জগৎ) অবস্থান করিতেছে,

যঃ প্রভুঃ সর্ব্বলোকানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
চরাচর-গুরুর্দেবঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৫॥

পরং পরাণাং পরমং পবিত্রং সুরেশমীশং সুরলোকনাথম্।
সুরাসুরৈরর্চ্চিত পাদপদ্মং সনাতনং লোকগুরুং নমামি ॥৬॥

নমস্তে পরমব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
অরূপায় নমস্তুভ্যং বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥৭॥ *

যাঁহা হইতে সর্ব জীব ও জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ব (জীব ও জগৎ) রূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদিকে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপদার্থে বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপীকে নমস্কার করি।

৫। যিনি সর্ব্বলোকের প্রভু, যিনি এই সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি চরাচর জগতের গুরুদেব, সেই বিষ্ণু-সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

৬। যিনি শ্রেষ্ঠগণেরও শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্রস্বরূপ, যিনি দেবতাগণেরও নিয়ন্তা, যিনি পরমেশ্বর, যিনি সুরলোকের প্রভু; সুরাসুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, সেই সনাতন লোকগুরু—জগদ্গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে আমি নমস্কার করি।

৭। হে পরমব্রহ্ম পরমাত্মন্ তোমাকে নমস্কার। অরূপ তোমাকে নমস্কার, বিশ্বরূপ তোমাকে নমস্কার।

* প্রথম ছয়টী শ্লোক—উপনিষৎ, গীতা, সহস্রনাম, ভীষ্মস্তবরাজ, অনুস্মৃতি ও গজেন্দ্রমোক্ষণ হইতে সংগৃহীত। সপ্তমটী সঙ্কলিত। "গীতা, সহস্রনাম, স্তবরাজ, অনুস্মৃতি ও গজেন্দ্রমোক্ষণ—এই পাঁচটী মহাভারতের পঞ্চরত্নস্বরূপ।"

৯। ভগবৎ-স্তোত্রম্।

ওঁ

হে নাথ শরণং দেহি মাং দীনং শরণাগতম্।
সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বেশ সর্ব্বকারণ-কারণ ॥১॥

সর্ব্বাত্ম নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মন্ পরমেশ্বর।
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ মম নাথ মম প্রভো ॥২॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব-দেব ॥৩॥

দেবদেব কৃপালো ত্বম্- অগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণব-মগ্নানাং প্রসীদ পরমেশ্বর ॥৪॥

১-২। হে নাথ, আমি দীন, আমি তোমার শরণাপন্ন, হে প্রভো, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। হে সর্ব্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সকল কারণের কারণ, হে সর্ব্বাত্ম, নিত্য-সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মন্ পরমেশ্বর, হে জগন্নাথ, হে আমার নাথ, হে আমার প্রভো, তোমাকে নমস্কার করি।

৩। তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধনরত্ন; হে দেবতার দেবতা, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

৪। হে দেবতার দেবতা, পরম কৃপালো, তুমি গতিহীনের গতি হও। হে পরমেশ্বর ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

ভূমৌ স্খলিত-পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥৫॥

অপরাধ-সহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীম-ভবার্ণবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥৬॥

ন মে ত্বদন্যস্ত্রাতাস্তি ত্বদন্যৎ নহি দৈবতম্ ।
ত্বদন্যৎ ন হি জানামি পালকং ভুবনত্রয়ে ॥৭॥

এষা মে প্রার্থনা নাথ কৃপাময় জগৎপ্রভো ।
তব শ্রীচরণে দেব নিশ্চলা ভক্তিরস্তু মে ॥৮॥

৫। হে প্রভো, ভূমিতে পদস্খলিত হইলে, ভূমিকেই অবলম্বন করিতে হয়। হে নাথ, আমি তোমার প্রতিই অপরাধী, কিন্তু তুমিই আমার আশ্রয় ও রক্ষক।

৬। হে হরে (হে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ), আমি সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী, আমি ভীষণ ভবসমুদ্রে পতিত ও গতিহীন, তুমি কৃপা করিয়া শরণাগত আমাকে তোমার মধ্যে স্থান দাও।

৭। হে পরমেশ্বর, তুমি বিনা আমার অন্য রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই, তুমি বিনা আমার অন্য কোন দেবতা নাই, তুমি বিনা আর অন্য কোন পালনকর্ত্তাকে আমি জানিনা।

৮। হে নাথ, হে কৃপাময় জগৎপ্রভো, আমার এই প্রার্থনা, তোমার শ্রীচরণে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

১০। রাত্রিতে শয়নকালে প্রার্থনা।

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণ-নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
বিদিত-মবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥২॥

হে দেব করুণাসিন্ধো হে দেব পরমেশ্বর।
ক্ষমস্ব পাপরাশিং মে মনোবাগ্ দেহসম্ভবম্ ॥৩॥
নমস্তুভ্যং জগন্নাথ কৃপাময় জগৎপ্রভো ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥৪॥

১। হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণে, বচনে, শরীরে, মনে, কর্ম্মবশে, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি হে প্রভো, সে সমস্ত ক্ষমা কর। হে করুণাসাগর শ্রীমহাদেব শম্ভো—হে মঙ্গলময় পরমদেব, তোমারই জয়, তোমারই জয় (সকলই তোমার অধীন ও বশীভূত, তুমিই সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু, একমাত্র তোমারই প্রভুত্ব, তোমারই জয়)।

২। শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-বাক্য দ্বারা ও আমার স্বভাবানুসারে যাহা কিছু করি, পরমদেব নারায়ণ, সে সমস্ত তোমাকেই সমর্পণ করি, তোমাকেই নিবেদন করি, তোমাকেই জ্ঞাপন করি।

৩-৪। হে করুণাসিন্ধো পরমেশ্বর, হে দেব, তুমি আমার কায়-মনো-বাক্যজনিত পাপসমূহ ক্ষমা কর। হে জগন্নাথ, হে কৃপাময় জগৎপ্রভু, তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আমাকে নিবেদন করিতেছি, তুমিই আমার গতি (আশ্রয়)।

দৈনিক-উপাসনা।

১। স্মরণ।

প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদনান্তে বিশুদ্ধভাবে পবিত্রস্থানে আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা করিবে। পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়েকটী (অর্থসহ) পাঠ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্র অন্ততঃ তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিবে। *

ওঁ

ওঁ ব্রহ্ম।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্। অনন্তমপারম্।

তিনি এক অদ্বিতীয়; অনন্ত ও অপার।

ওঁ তৎ সৎ।

তিনি সত্য অবিনাশী ও সদা মঙ্গলময়।

ওঁ সত্যং পরং ধীমহি।

সেই পরমসত্য—পরমব্রহ্ম-পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

ওঁ তৎ সদ্-ব্রহ্মণে নমঃ।

সেই সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় ব্রহ্মকে নমস্কার।

ওঁ আদিগুরবে নমঃ। যুগাদিগুরবে নমঃ। সদ্গুরবে নমঃ।

আদি গুরু পরমেশ্বরকে নমস্কার। সর্ব্বযুগের আদি গুরু পরমেশ্বরকে নমস্কার। সত্য গুরু পরমেশ্বরকে নমস্কার।

শ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

* সায়ংকালেও এইরূপ উপাসনা করিবে।

২। বন্দনা।

ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির নিয়ন্তা, সেই পরম দেবতার বরণীয় তেজঃ (মহিমা) আমরা ধ্যান করি। (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০)

যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী, যিনি অনাদি অনন্ত অবিনাশী, সেই অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্ম, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে আমি প্রণাম করি।

সকল ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-আকাশ সর্ব্বত্রই যিনি বিরাজিত, যিনি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যাঁহার কোন রূপ নাই বর্ণ নাই কোন নাম নাই, যিনি আমার বাক্য মনের অগোচর, মনবুদ্ধির অতীত সেই অগম্য অপার অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্ম, পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে আমি প্রণাম করি।

হে প্রভু, তুমিই জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই। তুমি চিরসত্য ও অবিনাশী ; তুমি অতীতে ছিলে, বর্ত্তমানে আছ এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তুমি সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। তুমি অজর, অমর, অমৃত ও অভয়স্বরূপ। তুমিই আমাদের একমাত্র আধার ও আশ্রয়। হে প্রভু, তোমাকে আমি নমস্কার করি।

হে প্রভু, তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তোমার অনন্ত নাম ও অসংখ্যরূপ। লোকে তোমাকে নানা নামে নানারূপে উপাসনা করে। তুমিই আমাদের একমাত্র অদ্বিতীয় উপাস্য দেবতা। তোমাকে আমি নমস্কার করি।

তুমিই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই আমাদের পিতা ও মাতা, তুমিই আমাদের জ্ঞানদাতা গুরু। তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু। তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তুমি আমার অন্তরে রহিয়াছ। তোমাকেই আমি স্মরণ করি। তোমাকেই আমি ধ্যান করি।

৩। জপ ও ধ্যান।

[ক]

হৃদয়ে বা মূর্দ্ধায় (মস্তক মধ্যে) মন স্থাপন করিয়া পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীভগবানের একাক্ষর নাম "ওঁ" একাগ্রভাবে জপ করা কর্ত্তব্য। "ওঁ ব্রহ্ম", "ওঁ ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান", "ওঁ হরিঃ" "ওঁ রামঃ" ইত্যাদি ভগবন্নাম বা শ্রীগুরুদত্ত নাম জপ করিবে। ভগবানের যে নাম যাঁহার প্রিয় সেই নামই তিনি জপ করিবেন। জপের সময় নামের প্রতিই মনের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নামের মধ্যেই জ্ঞানময়-সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান্ রহিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া জপ করিতে হইবে। আনন্দময় ভগবানের নাম পবিত্র, শান্তিময় ও অমৃতস্বরূপ। ঐ আনন্দময় নাম জপে আমার দেহ-মন আনন্দে, পবিত্রতায়. অমৃতত্বে ও শান্তিতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে. পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে—এইরূপ ভাবনা করিয়া নাম জপ করিবে। এইরূপ জপে ভক্তিমান সাধকের মন আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হইবে।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভূবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥২।২।৭
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥২।২।৬
মুণ্ডকোপনিষৎ

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ভূলোকে (ব্রহ্মাণ্ডে) যাঁহার এই মহিমা প্রকাশিত, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা জীবের হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

ওঁ, এইরূপে আত্মাকে ধ্যান করিবে। পরমাত্মা পরমেশ্বরকে "ওঁ". এই নামে স্মরণ করিবে। ওঁ, এই পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে, "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা, প্রভু পরমেশ্বর, অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা আমার হৃদয় মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন," এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবে।

অজ্ঞান-অন্ধকারের পর-পারে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হও—তোমাদের স্বস্তি (মঙ্গল) হউক।

[খ]

যাঁহারা চিত্তের একাগ্রতা, শান্তি ও আত্মানুভূতি লাভের জন্য সাধনে অধিকতর সময় প্রয়োগ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, এরূপ প্রজ্ঞাবান, বৈরাগ্যবান সাধক নিম্নলিখিত শান্ত আত্মার (পরমাত্মার) ধ্যান অভ্যাস করিতে পারেন।

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞ-স্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছে-চ্ছান্ত আত্মনি॥
কঠোপনিষৎ ॥১।৩।১৩

প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানময় আত্মাতে সংযত করিবেন। জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মাতে সংযত করিবেন। মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন।

প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে (স্থূল বাহ্য বাক্য এবং চিন্তনাদিরূপ সূক্ষ্ম মানসিক বাক্যকে) মনে সংযত (স্থাপন) করিবেন; অর্থাৎ বাক্য-চিন্তনাদি ত্যাগ করিয়া স্থির মনে অবস্থান করিবেন। মনকে জ্ঞানময় আত্মাতে সংযত করিবেন; অর্থাৎ "আমি কোন চিন্তা করিতেছি না, আমি স্থির, আমি যে স্থির তাহা আমি জানিতেছি"—এইরূপ আত্ম-চেতনায়, এইরূপ জ্ঞানময়ভাবে, এইরূপ জ্ঞানে অবস্থান করিবেন। সেই জ্ঞানকে সর্ব্বব্যাপী বোধে (মহান্ আত্মায়) সংযত করিবেন; অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী চেতনায়—অনন্ত সত্তায় অবস্থিতি করিবেন। পরিশেষে সর্ব্ব-ব্যাপী অনন্ত প্রশান্তভাবে—সর্ব্বব্যাপী প্রশান্ত চেতন-সত্তায় স্থিতি করিবেন।

ইন্দ্রিয়গণকে বাহিরের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, মনের বিবিধ সংকল্পাদি বৃত্তিসমূহ স্তব্ধ করিয়া, নানাবিধ জানাকে ত্যাগ করিয়া (বুদ্ধিকে

শান্ত করিয়া) চিত্তকে এক সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধ শান্তিময়ভাবে ডুবাইতে হইবে। অনন্ত প্রশান্ত চেতন-সত্তায় তন্ময় হইতে হইবে। প্রজ্ঞাশীল বৈরাগ্যবান সাধক যখন সাধন প্রভাবে শান্ত আত্মায় (পরমাত্মায়)—নিশ্চল ব্রহ্ম-সত্তায় স্থিতি করিতে সমর্থ হন তখন তিনি সম্যক্ শান্তি ও সত্যের অনুভূতি লাভ করিয়া পরমতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হন।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৫
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥২৮॥

গীতা—ষষ্ঠ অধ্যায়।

সংকল্পজাত কামনা সমূহ নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে সর্ব্ববিষয় হইতে সংযত করিয়া, ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে উপরত (নিবৃত্তিযুক্ত) হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না। (অনন্ত অচল প্রশান্ত স্বরূপে—অনন্ত চেতন-সত্তায় তন্ময় হইয়া স্থিতি করিবে)। ২৪-২৫।

যখন বশীভূত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে, তখন যাবতীয় কাম্য বিষয়ে নিঃস্পৃহ পুরুষ "যুক্ত" বলিয়া কথিত হন। ১৮।

এইরূপে সর্ব্বদা মনকে যুক্ত করিয়া নিষ্পাপ যোগী পুরুষ অনায়াসে নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম সংস্থিতি লাভ করেন। ২৮।

৪। প্রার্থনা।

[ক]

ওঁ

অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। *

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও। অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে (জ্ঞানে) লইয়া যাও। মৃত্যু (প্রমাদ, মোহ, পাপ ও বন্ধন) হইতে আমাকে অমৃতে (কল্যাণে, মুক্তিতে) লইয়া যাও।

হে প্রভো, তুমি আমাকে দোষের পথ হইতে দূরে রাখ। মোহ-মলিনতা ও দুর্ব্বলতায় আমি যেন অভিভূত না হই।

তেজো-সি তেজঃ ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। সহো-সি সহঃ ময়ি ধেহি।§

তুমি তেজঃস্বরূপ, তুমি আমাকে তেজঃ দাও। তুমি বীর্য্যস্বরূপ, তুমি আমাকে বীর্য্য দাও। তুমি বলস্বরূপ, তুমি আমাকে বল দাও। তুমি সহন-শক্তিস্বরূপ, তুমি আমাকে সহন-শক্তি দাও।

হে প্রভো, আমি যেন কিছুতে বিচলিত না হই। সুখদুঃখ, বাধাবিঘ্ন সর্ব্বাবস্থায় আমি যেন দৃঢ় থাকি। হে প্রভো, তোমার পথ হইতে যেন কখন বিচ্যুত না হই। তোমাকে যেন কখন না ভুলি। তুমি আমাদের জীবনের আশ্রয় ও চিরশান্তির স্থান। তুমি মহতো মহীয়ান্, পরম কৃপালু, আমি তোমারই শরণাগত। হে প্রভু, তোমাকেই আমি প্রণাম করি।

---

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ১।৩।২৮; শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৪।৩।১।৩০।

§ যজুর্ব্বেদ। অঃ ১৯। মঃ ৯।

[খ]

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥১॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥২॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥৩॥
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি ॥৪॥
আবিরাবীর্ম্ম এধি ॥৫॥ *

১। তুমি জন্মরহিত—অনাদি ও অবিনাশী—এইরূপ জানিয়া কোন ভীরু (এই দুর্ব্বল ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি) তোমার শরণ লইতেছে। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ (প্রসন্ন) মুখ, তদ্দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

২। হে তেজোময়-জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর, পরমার্থ লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও; হে দেব, তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করি।

৩-৪। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা. সত্যের মুখ (স্বরূপ) আচ্ছাদিত রহিয়াছে (হৃদয়ে বুদ্ধির অভ্যন্তরে সত্যপুরুষ পরমাত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন)। হে পোষণ-কর্ত্তা পরমেশ্বর, সত্যের উপাসক আমার দর্শন জন্য তোমার যে সত্যরূপ, তাহা আবরণ শূন্য কর (প্রকাশ কর)। তোমার যে কল্যাণতম স্বরূপ, তাহা যেন আমি তোমার প্রসাদে দর্শন করি।

৫। হে সত্যস্বরূপ, হে স্বপ্রকাশ, তুমি প্রকাশিত হও।

* (১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।২১; (২-৩-৪) ঈশোপনিষৎ ১৮, ১৫, ১৬।
(৫) ঋগ্বেদীয় শান্তিমন্ত্র।

৫। প্রার্থনা ও প্রণাম।

য একো ঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪।১॥

যো দেবো ঽগ্নৌ যো ঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥২।১৭॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

যিনি এক-অদ্বিতীয়, যাঁহার কোন বর্ণ নাই, কিন্তু যিনি স্বীয় বহুরূপা শক্তির প্রভাবে অনেক বর্ণের (বিচিত্র জগতের) সৃষ্টি করেন, যাঁহার অভিপ্রায় গূঢ় (যাঁহার উদ্দেশ্য কেহ বুঝিতে পারে না), যাঁহা হইতে সমুদায় জগৎ প্রথমে জন্মে এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেব আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

যিনি অগ্নিতে, জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে (যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন), সেই দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

সাধকের সর্ব্বদা স্মরণীয়।

(সর্ব্বত্র, সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্মদৃষ্টি)

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-নিরুক্তিরেষা ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥

(বিবেকচূড়ামণি-৪৮০)

বেদান্ত সিদ্ধান্তের শেষ ও সার বাক্য এই, ব্রহ্মই সমুদয় জগৎ ও জীব

(ব্রহ্মই জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত)। এক-অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অখণ্ডরূপ স্থিতিই মোক্ষ।* এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য (বেদবাণী) সমূহই প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।১১

এই স্বয়ংপ্রকাশ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, অধঃ ও ঊর্দ্ধে, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। সমস্তই ব্রহ্মময়। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩।১৪।)

কামনার নিবৃত্তি ও শান্তি।

(ব্রাহ্মী-স্থিতি)

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

(কঠোপনিষৎ ২।১।২)

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

* ব্রহ্ম অখণ্ড ; খণ্ড সমূহ ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং ব্রহ্মসত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত। অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে খণ্ড (সসীম) বস্তু সমূহের স্বতন্ত্রতা (পৃথক্ত্ব) দর্শন এবং খণ্ড বস্তুতে—সসীম অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই বন্ধন। জীব যখন খণ্ডভাব (অহংভাব) পরিহার করিয়া অসীম সত্তায়, অনন্ত ব্রহ্মভাবে সম্যক্ স্থিতি লাভ করেন, তখনই তিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা-স্যামন্তকালে-প্নি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

(গীতা, ২য় অধ্যায়।)

অল্পবুদ্ধি অবিবেকী ব্যক্তিগণ বাহ্য কাম্যবস্তুর, ভোগ্য বিষয় সমূহের অনুসরণ করে। তাহারা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে (শোক, মোহ, জন্মমরণ দুঃখে) ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু ধীর জ্ঞানিগণ ধ্রুব অমৃতত্বকে (অমৃত-স্বরূপ অবিনাশি ব্রহ্মকে) বিদিত হইয়া অনিত্য অধ্রুব বস্তু সমূহের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। (অনিত্য অধ্রুব বস্তুর ভোগ দুঃখেরই কারণ)।

যেমন পরিপূর্ণ অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত সাগরে বারিরাশি প্রবেশ করে ও মিশিয়া যায়, তদ্রূপ কামনা সমূহ যাঁহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিলীন হইয়া যায়, (কামনা সমূহ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গম্ভীরপ্রজ্ঞ-অটল-অচল কামনা রহিত) সেই পুরুষই শান্তি প্রাপ্ত হন, শান্তিতে স্থিত হন। কামনাশীল, ভোগস্পৃহ, বিষয়-কামী পুরুষ শান্তিলাভ করিতে পারে না।

যে পুরুষ সমুদয় কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ হইয়া চলেন, যিনি নির্ম্মম (মমতাশূন্য) ও নিরহঙ্কার তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। *

হে পার্থ, ইহাই (এই কামনাশূন্য, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্য

---

* এক অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্মই আছেন, অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র (পৃথক্) সত্তা নাই, ইহা জানিয়া ব্রহ্মপরায়ণ পুরুষ নিজের পৃথক্ সত্তা, স্বতন্ত্রতা বোধ ত্যাগ করেন এবং নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়া প্রশান্ত আত্মভাবে—ব্রহ্মভাবে স্থিত হন। ব্রহ্মই একমাত্র নিয়ন্তা-প্রভু এবং সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, ইহা জানিয়া তিনি নিজের কর্তৃত্ব (অহঙ্কার) ত্যাগ করেন এবং ব্রহ্মই সর্ব্ব জগতের স্বামী, সমস্তই তাঁহার, ইহা জানিয়া তিনি সর্ব্ব পদার্থে আমার-ভাব (মমতা) ত্যাগ করেন। এইরূপ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, কামনা ও স্পৃহা রহিত, রাগদ্বেষ মোহ শূন্য ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষই পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করেন ; পরিপূর্ণতা লাভ করেন। (গীতা—১৮।৫৩-৫৫)

ভাবই) **ব্রাহ্মীস্থিতি** (ব্রহ্মভাবে—ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি)। কোন ব্যক্তি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর মোহগ্রস্ত হন না ; এই ভাবে অন্ত-কালেও স্থিত হইলে **ব্রহ্মনির্ব্বাণ** প্রাপ্ত হন।

নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তি ও শরণাগতি।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

শুক্লযজুর্ব্বেদ অঃ ৪০।২য় মন্ত্র।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৩।৫

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥৫।১০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥১৮।৬১

ত মেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥১৮।৬২

গীতা—

এই লোকে (এই কর্ম্মভূমিতে) কর্ম্ম সাধন করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। ইহা ভিন্ন তোমার অন্য প্রকার উপায় নাই। (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম মনুষ্যকে বদ্ধ করে না। (অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে আত্মশুদ্ধিই লব্ধ হয়)।

কেহ কখন অকর্ম্মা হইয়া (কর্ম্ম না করিয়া) ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিজাত রাগ-দ্বেষাদি গুণরাশি কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সকলকে কর্ম্ম করিতে হয়।

ব্রহ্মে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মই সর্ব্ব কর্ম্মের প্রভু ও স্বামী, সমস্ত কর্ম্মই তাঁহার, তাঁহার বিধানেই সমুদায় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নিয়মিত হইতেছে, এইরূপ জানিয়া)* আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক (প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায়) যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সাধন করেন, তিনি জলদ্বারা অসংস্পৃষ্ট পদ্মপত্রের ন্যায় পাপ (মলিনতা ও বন্ধন) দ্বারা লিপ্ত হন না।

অন্তর্যামী নিয়ন্তা ঈশ্বর মায়াদ্বারা (স্বীয় অচিন্ত্যনীয় শক্তিপ্রভাবে) জীবসমূহকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন। (সকলেই ঐশী শক্তির অধীন এবং ঐশী শক্তির প্রভাবে পরিচালিত)।

হে ভারত, তুমি **সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হও।** † তাঁহার কৃপায়, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি নিত্য স্থান ও পরমা শান্তি লাভ করিবে (তুমি অজর, অমর, অভয়, অশোক বিরজ পরমপদ —অমৃতত্ব লাভ করিয়া, অমৃত সাগরে মিশিয়া কৃতার্থ হইবে)।

---

* এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হওয়াকেই, এইরূপ ভাবকেই, ব্রহ্মে কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের অর্পণ বলে।

† অহং—মম ভাব ত্যাগ করা, অর্থাৎ নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হওয়া, নিজের ইচ্ছাকে ভগবদ্ ইচ্ছার, ভগবদ্ বিধানের অনুগত করিয়া সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন হওয়া, অনিত্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ এবং তদুপরি নির্ভর না করিয়া পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করা, তাঁহাতেই আত্ম সমর্পণ করা—ইহাকেই সম্যক্ শরণাগতি বলে।

নিত্য পাঠ্য বেদ।

(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল। ১২৯ সূক্ত)

নাসদীয় সূক্ত। *

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস ॥২॥
তম আসীৎ তমসা গূঢ়্হমগ্রে হ্ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপস স্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৩॥

১। তখন অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না (যাহা নাই, তাহা তখন ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না)। পৃথিবী ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উর্দ্ধে প্রসারিত কোন স্থানও ছিল না (স্বর্গাদি লোক কোন ছিল না)। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? গহন গম্ভীর (অগাধ) জলরাশি কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি দিনের ভেদজ্ঞান (কোন চিহ্ন) ছিল না। কেবল সেই "এক" প্রাণন কর্ত্তা প্রাণবায়ু ব্যতিরেকেও স্বমহিমায় জীবিত ছিলেন। তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না।

৩। তখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও সলিল রাশির ন্যায় একাকার ছিল। অব্যক্ত ভাব দ্বারা যিনি আবৃত ছিলেন, সেই "এক" তপো-মহিমায় (সংকল্প শক্তি প্রভাবে) (জগৎ ও জীবরূপে) প্রকাশিত হইলেন।

---

* এই প্রাচীন বৈদিক সূক্তটী অতি গম্ভীর ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ইহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, আদি কারণ এবং সৃষ্টি প্রণালীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্তের বীজস্বরূপ এই প্রসিদ্ধ সূক্তটী সনাতন-আর্য্য-হিন্দু মাত্রেরই জ্ঞাতব্য।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্‌ৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৎ সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

৪। সর্ব্বপ্রথমে কামনার (ইচ্ছার) আবির্ভাব হইল। এই কামনা বা ইচ্ছা অব্যক্ত মন হইতে নিঃসৃত প্রথম বীজ স্বরূপ। জ্ঞানিগণ বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিয়া জানিয়াছিলেন, সতের (ব্যক্ত জগতের) কারণ অসতেই (অব্যক্তেই) নিহিত। অসৎ হইতেই সৎ, অব্যক্ত হইতেই ব্যক্তের উৎপত্তি।

৫। রশ্মি (উৎপন্ন পদার্থ সমূহ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়) দুই পার্শ্বে, নিম্নে ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইল। ভোক্তা জীব সকলের এবং ভোগ্য বিষয় সমূহের উদ্ভব হইল। ভোগ্য নিকৃষ্ট হইল, নিম্নে রহিল, ভোক্তা শ্রেষ্ঠ হইল, ঊর্দ্ধে রহিল। ভোগ্য বিষয় অপেক্ষা ভোক্তা জীব শ্রেষ্ঠ হইল।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা সৃষ্টির পর হইয়াছেন (তাঁহারাই বা কিরূপে জানিবেন)? কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে?

৭। এই সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন. যিনি ইহার অধ্যক্ষস্বরূপ পরম ব্যোমে (অর্থাৎ স্বীয় মহিমায় বিরাজমান) আছেন। তিনি না জানিলে কে জানিবে? একমাত্র তিনিই জানেন—অন্যে নহে।

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল। ১২১ সূক্ত।

হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত হইতে উদ্ধৃত।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥১॥

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥২॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্‌রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩॥

১। সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভই (জ্ঞানময় পরমাত্মাই) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন (অর্থাৎ সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বভূতের অধীশ্বর রূপে প্রকাশিত হইলেন), তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিলেন। কোন দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

২। যিনি আত্মদা ও বলদা (যিনি আমাদের জীবনদাতা ও বলদাতা), সমুদায় প্রাণী ও জগৎ যাঁহার শাসন উপাসনা (অনুবর্ত্তন) করে, সকল দেবতা যাঁহার আজ্ঞা পালন করে, যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার দাস। কোন্ দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৩। যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শন সম্পন্ন ও প্রাণ সম্পন্ন জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন। যিনি এই সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদের ঈশ্বর (প্রভু)। কোন্ দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৪॥

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৫॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জ্জান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৬॥

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং ॥৭॥

৪। এই সকল হিমাবৃত পর্ব্বত, সসরিৎ সাগর যাঁহার মহিমা (ঐশ্বর্য্য বা সৃষ্টি) বলিয়া খ্যাত; দিক বিদিক সমূহ যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৫। যিনি অন্তরিক্ষকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন, পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারা স্বর্গলোক এবং উপরিস্থ স্বর্গলোক স্থাপিত হইয়াছে, যিনি অন্তরিক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা। কোন্ দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৬। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, যিনি সত্যধর্ম্মা, যিনি আকাশের জন্মদাতা, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে বিনাশ না করেন (তিনি যেন আমাদের দোষসমূহ মার্জ্জনা করেন)। কোন্ দেবকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?

৭। হে প্রজাপতে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই উৎপন্ন বস্তুসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে নাই। আমরা যে কামনাতে তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদের পূর্ণ হয়। আমরা যেন অভীষ্ট বস্তু লাভে সমর্থ হই।

ঋগ্বেদ—পুরুষ সূক্ত।

১০ম মণ্ডল—৯০ সূক্ত হইতে উদ্ধৃত।

(সামবেদ—আরণ্যপর্ব্ব)

৪র্থ দশৎ হইতে উদ্ধৃত (৩, ৫, ৬, ৪, ৭)

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥

১। বিরাট পুরুষের (বিশ্বদেবতা-বিশ্বরূপ ব্রহ্মের) সহস্র (অসংখ্য) শির, সহস্র (অসংখ্য) চক্ষু, সহস্র (অসংখ্য) পাদ; তিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, দশদিক অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন (তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান)। *

২। যাহা কিছু হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে সে সমস্তই (সমস্ত জগতই) এই পুরুষ। যাহা অন্নের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই জীব শরীরও তিনি এবং তিনি অমৃতত্বেরও নিয়ন্তা।

৩। এই দৃশ্যমান সমস্তই (সমুদয় জগৎ) তাঁহার মহিমা। সেই পরম পুরুষ এ সমস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহান্। সর্ব্বভূত (সমস্ত জগৎ ও

* বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—সমুদায় জীব ও জগৎ বিরাট পুরুষের শরীর; এইজন্য সমস্ত জীবের শীর্ষ, চক্ষু ও পদ সমূহকে বিরাট পুরুষের শীর্ষ, চক্ষু ও পদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদেৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যাক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪॥

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥

জীব) তাঁহার একপাদ মাত্র (চতুর্থাংশ মাত্র), আর তাঁহার ত্রিপাদ অমৃতময় দিব্যলোকে প্রতিষ্ঠিত। একপাদ বা এক অংশ মাত্র সংসার; অবশিষ্ট ত্রিপাদ বা তিন অংশ সংসারের অতীত, তাঁহার অমৃতময় স্বরূপ।†

৪। অমৃতময় ত্রিপাদ বিশিষ্ট পুরুষ ঊর্দ্ধগত (অর্থাৎ সংসারের অতীত) হইয়া বিদ্যমান আছেন। ইঁহার (চতুর্থ অংশ) এক পাদ মাত্র পুনঃ পুনঃ এই দৃশ্যমান্ জগৎরূপে ব্যক্ত হয়। এই এক পাদ মাত্রই ভোজনাদি ব্যাপারযুক্ত চেতন জীব এবং ভোজন রহিত অচেতন পদার্থ-রূপে (চেতন অচেতন নানারূপ ধারণ করিয়া) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

৫। সেই বিরাট-পুরুষ হইতেই এই বিরাট (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন হইয়াছিল (এই বিরাট-ব্রহ্মাণ্ডই সেই পরমপুরুষের শরীর)। বিরাট (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড) হইতে সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ। তিনি বহু জীব হইয়া-ছিলেন। তৎপরে ভূমি এবং জীবগণের শরীর উৎপন্ন (বা প্রকাশিত) হইয়াছিল।

† যদিও ব্রহ্মের পরিমাণ পাদ-চতুষ্টয় কল্পনা করা যায় না, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে, এই জগৎ যে অতি ক্ষুদ্র অল্প, ইহাই বুঝাইবার জন্য পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়াছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—৪০ অধ্যায়।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্ ॥১॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—৪০ অধ্যায়।

১। এ জগতে যাহা কিছু অস্থায়ী পদার্থ আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত (তিনি সর্ব্বপদার্থে বর্ত্তমান এবং সকল পদার্থের স্বামী ; সমস্তই তাঁহার)। সেই হেতু এই সমস্তে মমতা ("আমার" বুদ্ধি) এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ করিবে। (তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে) অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

২। এই লোকে (এই কর্ম্মভূমিতে) কর্ম্ম সাধন করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। ইহা ভিন্ন তোমার অন্য উপায় নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনুষ্যকে বদ্ধ করে না। (অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে আত্মশুদ্ধিই লব্ধ হয়)।

৩। যে সকল লোক আত্মঘাতী (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে বিমুখ অথবা যাহারা অবিনাশী আত্মায় অবিশ্বাসী) তাহারা দেহান্তে মৃত্যুর পর ঘোর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন অসূর্য্যনামক লোকে গমন করে (তাহারা অজ্ঞানময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়)।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৪॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৫॥

৪। যিনি আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত (সমুদায় জগৎ ও জীব) অবস্থিত এবং সর্ব্বভূতে (সমুদায় জগৎ ও জীবের মধ্যে) আত্মা বর্ত্তমান, ইহা দর্শন করেন, তিনি কিছুতে ভীত হন না বা কাহাকেও ঘৃণা করেন না। *

৭। সম্যক্‌দর্শী জ্ঞানীর নিকট যখন আত্মাই সমুদায় ভূত (অর্থাৎ পরমাত্মাই সমুদায় জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত), এইরূপ বোধ হয়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর মোহই বা কি শোকই বা কি। †

---

* বিজুগুপ্সতে = গোপন করা, ভীত হওয়া, নিন্দা করা, ঘৃণা করা। যিনি সকলের মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাহাকে নিন্দা করিবেন, কাহাকেই বা ঘৃণা করিবেন। যিনি সমস্তই পরমাত্মরূপে দেখেন, তিনি কাহাকে ভয় করিবেন? সর্ব্বত্র পরমাত্মদর্শী পুরুষ গোপন করিবার, লজ্জাজনক কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। সর্ব্বত্র আত্মদর্শী পুরুষ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের বন্ধন হইতে বিমুক্ত। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, ভয়হীন, প্রশান্ত, নিষ্পাপ ও পবিত্র।

† আত্মা সত্য, মঙ্গল ও অমৃতস্বরূপ। সেই সত্যমঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব্ব পদার্থরূপে প্রকাশিত, সর্ব্বকার্য্য ও সর্ব্ব ঘটনার মূলে মঙ্গলময় পরমাত্মাই বর্ত্তমান, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না, নানা কর্ম্ম ও সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া জীবসমূহ সত্য ও মঙ্গলের অভিমুখেই চালিত হইতেছে, ইহা যিনি দর্শন করেন, তাঁহার শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায়?

অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

কাণ্ড ১০। প্রপাঠক ২৩। অনুবাক ৪।

(মন্ত্র—১।৩২।৩৩।৩৪)।

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥১॥

যস্য ভূমি প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্।
দিব্যং যশ্চক্রে মূর্দ্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥২॥
যস্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্ণবঃ।
অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥৩॥
যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরংগিরসো ভবন্।
দিশোযশ্চক্রে প্রজ্ঞানী তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥৪॥

অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

১। যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সর্ব্ব পদার্থে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গলোক একমাত্র যাঁহার অধীন, সেই জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে নমস্কার।

২। ভূমি (পৃথিবী) যাঁহার পাদ স্বরূপ, অন্তরিক্ষ যাঁহার উদর তুল্য, উপরিস্থ আকাশ (বা স্বর্গলোক) যাঁহার মস্তক স্বরূপ, সেই জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে নমস্কার।

৩। সূর্য্য এবং পুনর্ণব চন্দ্র (যে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নূতন হয়) যাঁহার চক্ষুস্বরূপ, অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে নমস্কার।

৪। বায়ু যাঁহার প্রাণাপান স্বরূপ, আলোক চক্ষুতুল্য, দিক্ সমূহ যাঁহার ইন্দ্রিয়স্বরূপ (বা বাহুতুল্য) সেই জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মকে নমস্কার।

ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল। ১৯১ সূক্ত।

ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত—ঐক্যমত্য সূক্ত।

সং সমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥১॥

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥২॥

সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমাণী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥৩॥

সমাণী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৪॥

ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত—ঐক্যমত্য সূক্ত।

১। হে জ্যোতির্ম্ময় তুমি অভিলষিত ফলদাতা, তুমি সমুদায় প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিতেছ, সকলের হৃদয়রূপ যজ্ঞ বেদীতে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছ। তুমি আমাদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান কর।

২। (ঋগ্বেদের শেষ উপদেশ) তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র কথা উচ্চারণ কর। তোমাদের মন, তোমাদের মত এক হউক। প্রাচীন দেবগণও এইরূপে একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি এবং হব্য দ্বারা হোম করিতেছি।

৪। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ কর। *

---

* ইহাই ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্র। ভারতীয় আর্য্যগণের প্রতি এই শেষ উপদেশ, তোমরা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ কর। ঐক্য ভিন্ন তোমাদের উন্নতির শ্রেয়োলাভের উপায়-অন্তর নাই। তোমাদের অদ্বিতীয় দেবতা, প্রভু এক, তোমাদের ধর্ম্ম এক, তোমাদের শাস্ত্র (বেদ) এক। তোমরা এক হও, ঐক্যলাভ কর; উন্নতি, কল্যাণ, সুখ ও শ্রেয়ঃ লাভ কর।

নিত্যপাঠ্য উপনিষৎ।

ওঁ সৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অনন্তমপারম্।

সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনন্ত ও অপার।

ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রথম অধ্যায়।

(ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণ।

ব্রহ্ম জগৎ-কারণ ও জগদাধার)।

১। ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ শ্বে ১।১

২। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি ॥ তৈ ৩।১

৩। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ তৈ ২।১

৪। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥ তৈ ২।৭

৫। আনন্দো ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ তৈ ৩।৬

৬। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ তৈ ২।৪

৭। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ তৈ ২।৭

৮। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। অভয়ং বৈ ব্রহ্মভবতি য এবং বেদ ॥ বৃ ৪।৪।২৫

৯। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥ তৈ ২।১

১০। তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্ ॥ বৃ ২।৫।১৯

৬

প্রথম অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

ওঁ (পরমেশ্বরকে স্মরণ করি ; পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি)।*

১। ব্রহ্মবাদিগণ, বেদবাদী ঋষিগণ এইরূপ বলেন ঃ—

২। যাঁহা হইতে এই ভূত সমূহ (সমস্ত জগৎ ও জীব) জন্মগ্রহণ করে, যাঁহাদ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং প্রলয় কালে, এই সমস্ত যাঁহাতে প্রতি-গমন ও প্রবেশ করে, বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর ; তিনিই ব্রহ্ম। †

৩। **ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।** তিনি (সর্ব্বজীবের) অন্তরে হৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি নিশ্চিতরূপে বিদিত হন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মসহ সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করেন (অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া যাহা প্রার্থনীয় তাহা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার চাহিবার আর কিছুই থাকে না, তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয়। তিনি তৃপ্তকাম, আপ্তকাম, অকাম, নিষ্কাম ও আত্মকাম হইয়া ব্রহ্মে স্থিতি করেন, পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন)।

---

* ওম্ (অব্ রক্ষা করা + মন্। যিনি রক্ষাকর্ত্তা, পরমেশ্বর)। ওম্- আরম্ভ, আদি, সত্য, শুভ, মঙ্গল ইত্যাদি। ওঁ এই একাক্ষর দ্বারা আদিদেব, সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বরকে বুঝায়। ওঁ, পরমেশ্বরের একাক্ষর নাম। সর্ব্ব কার্য্যের আরম্ভে এই শুভ ও পবিত্র নাম স্মরণ করা হয়। ওম্ উচ্চারণের অর্থ, মঙ্গলস্বরূপ রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বরকে স্মরণ করি ; তাঁহার পবিত্র নামে কার্য্য আরম্ভ করি।

† যিনি আদি কারণ, জগৎ কারণ, যিনি সকলের আশ্রয় ও গম্যস্থান, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই আদি-কারণ, জগৎ-কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃহৎ আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ (বৃনহ্ + মন্ ; বৃনহ্ - বৃদ্ধি ; মন্ = নিরতিশয়) যাহা হইতে বড় বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এই জন্য সেই আদি-কারণ, জগৎ-কারণের নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যে মূল-কারণকে ব্রহ্ম, আত্মা, পুরুষ, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, ভক্তগণ তাঁহাকেই ভগবান্ এই নাম দিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মই ভক্তগণের ভগবান্। ইঁহাকেই সর্ব্ব সাধারণে নারায়ণ, হরি, রাম, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামা, শিব, দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি নানা নাম, রূপ ও ভাবের ভিতর দিয়া ভজনা করেন।

৪। (যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তিনি রসস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। (রস যেরূপ বৃক্ষের জীবন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা তদ্রূপ বিশ্বের জীবন ও প্রাণ। রস প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ সঞ্জীবিত ও উৎফুল্ল হয়) সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দময় হয়। যদি এই জীবনস্বরূপ পরমাত্মা হৃদয়াকাশে না থাকিতেন, তবে কেই বা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া করিত (অর্থাৎ কেই বা জীবিত থাকিত)। ইনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। (**ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ**)।

৫। আনন্দই ব্রহ্ম; সেই আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই এই ভূত সমূহ (সমস্ত জগৎ ও জীব) সৃষ্ট হইয়াছে, সেই আনন্দময় ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত জীবিত রহিয়াছে, এবং আনন্দময় ব্রহ্মতেই এতৎ সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়, প্রবিষ্ট হয়। (ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, পরিপূর্ণ, তাঁহাতে কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা, অভাব বা দুঃখতাপ নাই। তিনি পূর্ণ। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্"—যিনি পরিপূর্ণ, তিনি অনন্ত সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্ব দুঃখতাপের অতীত আনন্দময় বস্তু।)*

৬। যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য যাঁহা হইতে নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ (ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপ, ব্রহ্মের পরিপূর্ণতা, অসীমতা, অনন্ততা) যিনি বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি আর কখন ভয়প্রাপ্ত হন না। (এই পরিপূর্ণ অনন্ত সুখস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্মকে যিনি সম্যগ্‌ভাবে বিদিত হইয়াছেন, এবং সেই অনন্ত ব্রহ্মে যিনি স্থিতিলাভ করিয়াছেন, সেই অটল, অচল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে কোন ভয় ভীত করিতে পারে না, কোন দুঃখতাপ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

---

* ব্রহ্ম সত্য (সৎ), জ্ঞান (চিৎ) ও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ভূত-ভবৎ-ভবিষ্যৎ ত্রিকালে একভাবে অবস্থিত বলিয়া তিনি সত্য বা সৎ; স্বয়ংপ্রকাশ এবং যাবতীয় বস্তুর প্রকাশক বলিয়া তিনি চিৎ; এবং অসীম, অনন্ত, নিত্য, পূর্ণ ও সর্ব্ব দুঃখতাপবিহীন বলিয়া তিনি সুখস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ।

৭। জীব যখন এই অদৃশ্য, অশরীরী, অব্যক্ত, নিরাধার (স্বপ্রতিষ্ঠ) বস্তুতে (অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মে) সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয়বিহীন হয়েন। ৮। ব্রহ্মই অভয়, যিনি এরূপ জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম হন (তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া অমৃতস্বরূপ হন)। ৯। ব্রহ্মবিদ (ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ) পরমপদ-পরমবস্তু ব্রহ্মকে লাভ করেন। (যখন জীব কাম-ক্রোধাদি-মলিনতা এবং অহং-মমভাব পরিহার করিয়া সম্যগ্ বিশুদ্ধি লাভ করেন, যখন তিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম হইয়া প্রশান্ত অবস্থায় স্থিত হন, তখনই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ সম্যগ্‌রূপে বিদিত হইয়া ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃতকৃত্য হন, জন্ম-জরা-মৃত্যু, শোক-মোহ-দুঃখ-তাপ অতিক্রম করিয়া পরমা শান্তি লাভ করেন)।

১০। ব্রহ্মের পূর্ব্ব নাই, পর নাই (তিনি কালাতীত এবং সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি অনাদি অনন্ত, জন্মমরণ-বিহীন, অজ-অবিনাশী, নিত্য ও সত্য পদার্থ)। ব্রহ্ম অন্তর ও বাহ্য রহিত (তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, সসীম বস্তুরই ভিতর বাহির থাকে, তিনি অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। তিনি দেশ ও কাল ব্যাপ্ত করিয়া দেশ-কাল অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। **ব্রহ্ম দেশকালাতীত।** দেশ-কাল এবং দেশ-কাল সমন্বিত সমস্ত জগৎ তাঁহা হইতেই প্রকাশিত এবং তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত; **ব্রহ্ম সর্ব্বাধার**)।*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(ব্রহ্ম সৃষ্টি কর্ত্তা। ব্রহ্মের জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ।)

১। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ॥ বৃ ১।৪।১০

* ব্রহ্ম সৎস্বরূপ; এক অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী, অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অগম্য, অপার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাধার, সর্ব্বনিধান। তিনিই ঈশ্বররূপে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামী নিয়ন্তা। তিনিই পুনঃ অসংখ্য জীব ও জগদ্‌রূপে বর্ত্তমান। ব্রহ্ম যুগপৎ এই চারিটী ভাবে বিদ্যমান; সদ্-রূপ ব্রহ্ম (বা অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম), ঈশ্বররূপ ব্রহ্ম, জীবরূপ ব্রহ্ম এবং জগদ্‌রূপ ব্রহ্ম।

২। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি॥ ছা ৬।২।১,৩

৩। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ॥ঐ ১।১ সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ তৈ ২।৬

৪। অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি॥ তৈ ২।৭

৫। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়, ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে॥ বৃ ২।৫।১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

১। অগ্রে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।

২। হে সৌম্য, অগ্রে একমাত্র সৎই (সদ্ বস্তু ব্রহ্মই) ছিলেন। সেই সৎ (বা সত্যবস্তু) এক এবং অদ্বিতীয় (সেই সৎ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন কিছুই ছিল না)। সেই সৎ ঈক্ষণ (মনন) করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, আমি (জগৎ ও জীবরূপে) উৎপন্ন হইব।*

---

* তিনি মনন করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন, "আমি বহু হইব"। ব্রহ্মের এই যে মনন বা ইচ্ছা, তাহা কোন অভাব পূরণ জন্য নহে, তাহা কোন দুঃখ-নিবৃত্তি বা সুখ-প্রাপ্তির জন্য নহে। ইহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ মাত্র। "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ং আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (গৌড়পাদ কারিকা) ইহা সেই পরম দেবতার স্বভাব। যিনি পরিপূর্ণ ও আপ্তকাম, তাঁহার আবার স্পৃহা কি? সেই পরিপূর্ণ বস্তুর মনন বা ইচ্ছা সীমাবদ্ধ স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট মানবের ইচ্ছার মত নহে। মানবের ইচ্ছা অভাবপূরণ জন্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা মনন শক্তি স্বাভাবিক। তাঁহার ঈক্ষণ-শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়শক্তি অনাদি ও নিত্য। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জগদ্রূপ ঐশ্বর্য্য তাঁহার মহিমার প্রকাশ। এই ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিরন্তন।

৩। অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজারূপে (জগৎ ও জীবরূপে) আমার প্রকাশ হউক। তিনি তপস্যা করিলেন, অর্থাৎ সৃজ্যমান জগৎ-রচনাদি বিষয়ে আলোচনা করিলেন। এইরূপ আলোচনা করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন; সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্থূল মূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম অমূর্ত্তরূপে প্রকাশিত হইলেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইলেন, দেহাদি আশ্রয়বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, চেতন-অচেতন, সত্য মিথ্যা, (আলো আঁধার) যাহা কিছু আছে, সেই "সত্যস্বরূপ" পরিদৃশ্যমান সমস্তই হইলেন। তিনি "সত্য" বলিয়াই আখ্যাত হয়েন। (এই "সত্য" হইতে বিশ্ব জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে)। তদ্বিষয়ে এই শ্লোক আছে :—

৪। এই সমুদায় অগ্রে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। তৎপরে এই নাম রূপাত্মক জগৎ প্রকাশিত হইল। তিনি (সেই সত্যস্বরূপ) স্বয়ং আপনাকে (বহুরূপে, জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ) করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে "স্বয়ংকর্ত্তা" বলা হয়।*

৫। সেই স্বয়ং কর্ত্তা পুরুষ স্বীয় অনন্তরূপ প্রকাশ করিবার জন্য নানারূপ-ভেদে (নানা বস্তু ভেদে) বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর মায়াদ্বারা (স্বীয় শক্তিপ্রভাবে) বহুরূপে (জগৎ ও জীবরূপে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন। (পূর্ণস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের এই অনন্তরূপের প্রকাশ, তাঁহার এই মহিমা ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ নিত্য ও চিরন্তন)।

---

* ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনিই জগৎ ও জীব, এবং তিনি জীব ও জগৎ হইতে অতীত।

তৃতীয় অধ্যায়।

(ব্রহ্ম অক্ষর-অবিনাশী ; সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাধিপতি।)

তদেতৎ সত্যম্ ॥ মু ২।১।১

১। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ, প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

২। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ মু ২।১।৩

৩। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥
মু ১।৭

৪। এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম-লোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগ-মনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ বৃ ৩।৮।৮

৫। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাংযাং চ দিশমনু।
॥ বৃ ৩।৮।৮

৬। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা-স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥ বৃ ৩।৮।১০

৭। তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোতৃমতং মন্তৃবিজ্ঞাতং

বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

বৃ ৩।৮।১১

তৃতীয় অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্ম অক্ষর অবিনাশী; সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাধিপতি।

ইহা সত্যঃ—

১। যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে অগ্নিময় সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীবসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

২। ইঁহা হইতেই প্রাণ মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩। যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং উহা গ্রহণ করে (গ্রাস করে), যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত ব্যক্তির কেশ ও লোম সমূহ জন্মে, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হয়।

৪। হে গার্গি, (যিনি সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাশ্রয় তাঁহাকে) ব্রহ্মবিদেরা "ইনিই সেই অক্ষর," এইরূপ বলেন। তিনি স্থূল নহেন, অণুও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অগ্নিবৎ লোহিত বর্ণ নহেন, জলবৎ তরল পদার্থও নহেন, তিনি ছায়াশূন্য, তমঃশূন্য, তিনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, তিনি অসঙ্গ, অরস ও অগন্ধ, তিনি অচক্ষু, অকর্ণ, বাগিন্দ্রিয়বিহীন, মনোবিহীন, (চক্ষু, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয় বা মন তাঁহার প্রয়োজনীয় নহে)। তিনি তেজোরহিত, প্রাণরহিত (তাপ বা প্রাণ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক) তাঁহার মুখাদি অবয়ব নাই, তিনি অপরিমেয় (সীমাহীন), তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই (তিনি অসীমবস্তু), তিনি কিছুই ভোজন করেন

না, এবং তাঁহাকেও কেহ ভোজন করেন না, অর্থাৎ কাহারও দ্বারা তিনি ভুক্ত হয়েন না (তিনি ভোক্তাও নন, ভোগ্যও নন। এই অক্ষরকে কোন গুণের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না ; তিনি গুণাতীত, অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, ইঁহারই অধিষ্ঠানে, ইঁহারই মহিমা ও শক্তি প্রভাবে সমস্তই শাসিত হইতেছে)।

৫। হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনেই (প্রকৃষ্ট শাসনে) সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনেই দ্যাবা-পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনেই নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি, অর্দ্ধমাস ও মাস, ঋতু ও সংবৎসর সমূহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনেই শ্বেত (তুষারাচ্ছন্ন) পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচ্য (পূর্ব্ব দেশীয়) নদী সকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে, এবং প্রতীচ্য (পশ্চিম দেশীয়) নদী সকল পশ্চিম দেশেই বহিতেছে। যে যে দিকের অভিমুখে সেই দিকে বহিতেছে।

৬। হে গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোকে আহুতি প্রদান করে বা বহু বর্ষ কাল তপ করে, তাহার সেই কার্য্য ক্ষয়শীল হয়। হে গার্গি যে কেহ এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপণ (কৃপার পাত্র)। হে গার্গি, যিনি এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ)।

৭। হে গার্গি, এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন, তাঁহাকে শুনা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে মনে ধারণা করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন, তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন ; তিনি বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা (দর্শনকারী) নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ মন্তা (মননকারী) নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি,— এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। (এই অক্ষর ব্রহ্মেই বিশ্বজগৎ আশ্রিত রহিয়াছে)।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী।

১। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
শ্বে ৬।১১

২। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো, যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং, যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নি র্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং, যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো, যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং, যো বায়ুমন্তরো যময়-ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ, যস্যাকাশঃ শরীরং, য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

৩। য প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ, যস্য প্রাণঃ শরীরং, যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো, যং মনো ন বেদ, যস্য মনঃ শরীরং, যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ বৃ ৩।৭।৩-২২

৪। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো, যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ বৃ ৩।৭।১৫

৫। অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তম্॥ বৃ ৩।৭।২৩

চতুর্থ অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা—সর্ব্বান্তর্যামী।

১। সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা যিনি সাক্ষী, চেতা, কেবল বিশুদ্ধ স্বরূপ, নির্গুণ (গুণাতীত, স্বাধীন) তিনিই সর্ব্বভূতের মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান, তিনি সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনি সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, তিনি সকল ভূতের অন্তরে বাস করিতেছেন।

২। যিনি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, কিন্তু পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত॥ যিনি জলে অবস্থিত অথচ জল হইতে ভিন্ন, জল যাঁহাকে জানে না, কিন্তু জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত॥ যিনি অগ্নিতে অবস্থিত অথচ অগ্নি হইতে ভিন্ন, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, কিন্তু অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত॥ যিনি বায়ুতে অবস্থিত অথচ বায়ু হইতে ভিন্ন, বায়ু যাঁহাকে জানে না, কিন্তু বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত॥ যিনি আকাশে অবস্থিত অথচ আকাশ হইতে ভিন্ন, আকাশ যাঁহাকে জানে না, কিন্তু আকাশ যাঁহার শরীর, আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত॥

৩। যিনি প্রাণ-মন-বিজ্ঞান (বা বুদ্ধির) মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ-মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন; প্রাণ-মন-বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না, কিন্তু প্রাণ-মন-বুদ্ধি যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণ-মন-বুদ্ধির মধ্যে থাকিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত।

৪। যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে বর্ত্তমান অথচ সর্ব্বভূত হইতে ভিন্ন, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানেনা, কিন্তু সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত।

৫। তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দর্শন করেন, তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলকে শ্রবণ করেন, তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের মননকর্ত্তা, তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ মননকর্ত্তা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত। ইনি ভিন্ন আর সমুদায়ই আর্ত্ত। (আত্মা ভিন্ন অন্য সমুদায় পদার্থই বিনাশশীল; অনিত্য ও দুঃখময়)।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাধন—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি।

১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥বৃ৪।৫

২। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্, এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়। স এষ নেতি নেত্যাত্মা। বৃ ৪।৪।২২

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি॥ এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃপুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি॥ (বৃ ৪।৪।২২) ৩। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা॥বৃ১।৪

৪। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যে-বাত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজো-ঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি॥ (বৃ ৪।৪।২৩) ৫। স স্বরাড়্ ভবতি॥ (ছা ৭।২৫।২) ৬। এষ ব্রহ্মলোকঃ॥ বৃ ৪।৪।২৩

৭। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, তরতি শোকং, তরতি পাপ্মানং, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ মু ৩।২।৯

পঞ্চম অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

সাধন—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি।

১। এই (অমৃতস্বরূপ) আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে; শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন (সতত ভাবনা বা ধ্যান) করিতে হইবে। (শ্রুতি বাক্য দ্বারা শ্রবণ, যুক্তি দ্বারা মনন এবং সতত ধ্যান দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে)।

২। এই যে মহান্ অজ আত্মা, ইনি (প্রাণিগণের) প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়রূপে অবস্থিত, হৃদয়াকাশ মধ্যে সদা বর্ত্তমান। ইনি সকলের বশী (নিয়ন্তা), সকলের শাসনকর্ত্তা ও সকলের অধিপতি। সাধুকর্ম্ম দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা তিনি হীনতর হন না।* ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বভূতের অধিপতি, ইনি ভূত সমূহের—সমুদায় জীবের পালনকর্ত্তা। লোক সমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া না যায়, এই জন্য তিনি সেতু-স্বরূপ, ধারণ কর্ত্তা (রক্ষা কর্ত্তা, উদ্ধার কর্ত্তা) হইয়া রহিয়াছেন। (তিনি অবর্ণনীয়) সেই আত্মা "নেতি, নেতি"—ইহা নন, ইহা নন, এই প্রকার।

---

* যিনি পূর্ণস্বরূপ, স্বাধীন, রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত, সেই সর্ব্বাধিপতি কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হন না, কর্ম্ম তাঁহার অধীন। সেই পরম পুরুষের কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপাপ বা ভালমন্দের অতীত। সত্য-পুরুষের কর্ম্মসমূহ সত্যময়।

ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ), বেদানুবচন (বেদোপনিষৎ অধ্যয়ন), যজ্ঞ-দান, তপস্যা ও অনশন (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় পরিহার অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য) দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে জানিয়াই (মানব) মুনি হন, (নিরন্তর ধ্যানশীল হন)। এই ব্রহ্ম রূপ লোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন।

এই জন্যই প্রাচীন কালের বিদ্বান্‌গণ (জ্ঞানিগণ) পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা (সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ও কামনা) পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩। এই যে অন্তরতম আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায় অপেক্ষা প্রিয়।

৪। সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত (সংযতমনা), দান্ত (সংযতেন্দ্রিয়), উপরত (কামনাবিহীন), তিতিক্ষু (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) ও সমাহিত (চঞ্চলতাবিহীন, প্রশান্ত-চিত্ত, লক্ষ্যবস্তুতে একাগ্র), হইয়া নিজের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, সমুদায় বস্তুকেই আত্মরূপে দেখেন (সমস্তই ব্রহ্মময় দেখেন)। পাপ ইঁহাকে (এই ব্রহ্মপরায়ণ পুরুষকে) পরাজিত করিতে (অধীন করিতে) পারে না, ইনিই সমুদায় পাপকে পরাভূত করেন। পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করিতে (পীড়া দিতে) পারে না, ইনিই সমুদায় পাপকে সন্তপ্ত করেন। ইনি পাপবর্জ্জিত, মলিনতাবিহীন (তৃষ্ণা-কামনাদিশূন্য) এবং বিগতসন্দেহ ছিন্নসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হন। (যাহা জানিবার তাহা জানিয়া, যাহা পাইবার তাহা পাইয়া তিনি কৃতার্থ হন)। ৫। তিনি স্বরাট্ হন হন (স্বীয় স্বরূপে, ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হন)। ৬। ইহাই ব্রহ্মলোক।

৭। যিনি এই পরম ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে বিদিত হন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন)। তিনি দুঃখ-শোক, পাপ-তাপ অতিক্রম করিয়া, (রাগ-দ্বেষ-মোহ, অহং-মমাদি রূপ) হৃদয়গ্রন্থি সমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হন, (স্বীয় অমৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কামনা ও কর্ম্ম। অনাসক্তি ও মুক্তি।

১। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ শ্বে ৪।৩

২। নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥ শ্বে ৩।১৮

৩। পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ, পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ॥ বৃ ২।৫।১৮

৪। স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-ঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্ যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি।

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। বৃ ৪।৪।৫

অথো খল্বাহুঃ, কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎ-ক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্মকুরুতে, যৎকর্ম্মকুরুতে তদভিসংপদ্যতে।

তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মৈণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য, প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিংচেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি; নু কাময়মানঃ।

অথাকাময়মানো, যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।বৃ৪।৪।৬ তদেষ শ্লোকো ভবতি।

৫। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথো মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি॥ বৃ ৪।৪।৭

৬। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ক ২।৩।১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়—বঙ্গানুবাদ।

কামনা ও কর্ম্ম। অনাসক্তি ও মুক্তি।

১। (হে দেব), তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ড হস্তে গমন কর। (হে প্রভো), তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া (নানারূপ ধরিয়া) জন্মগ্রহণ কর।

২। যিনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোকের নিয়ন্তা, সেই পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত * পুরে, এই দেহে দেহী হইয়া বহির্ব্বিষয়ে বিচরণ করেন অর্থাৎ বহির্ব্বিষয় সমূহ ভোগ করেন।

৩। তিনি দ্বিপদ শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি চতুষ্পদ শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পরমপুরুষ পক্ষী (জীব) হইয়া নানাদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই পরম পুরুষ সর্ব্বদেহে দেহবাসী হইয়া রহিয়াছেন।

৪। সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়-মনোময়-প্রাণময়; চক্ষুর্ময়-শ্রোত্রময়। তিনি পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়। তিনি অতেজোময়, কামময়-অকামময়, ক্রোধময়-অক্রোধময়, ধর্ম্মময়-অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়। তিনি এই প্রকার, ঐপ্রকার, নানাপ্রকার। (পরমাত্মা জীবরূপে নানাদেহ, নানাভাব, নানাবৃত্তি ও আচরণ বিশিষ্ট হইয়া বিবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা ও তৎফল ভোগী হন। তিনি জীবরূপে যে প্রকার কর্ম্ম করেন, সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হন)।

যে ব্যক্তি যে প্রকার কার্য্য করে, যে প্রকার আচরণ করে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকার হয়। সাধুকারী (সৎকর্ম্মকারী) সাধু (সৎ) হয়, পাপকারী পাপী হয়। সে যে প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ক্রতুযুক্ত (সঙ্কল্পযুক্ত) হয়, যে প্রকার সঙ্কল্পযুক্ত হয়, সেই প্রকার কর্ম্ম করে, সে যে প্রকার কর্ম্ম করে, সেই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হয়।

---

* নবদ্বার=দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণবিবর, মুখবিবর, প্রস্রাব দ্বার ও মলদ্বার।

এই বিষয়ে এই শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে, পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, পুরুষও সেই বিষয়ে, আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্ম সহ সেই দিকে গমন করে। পুরুষ ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, (পরলোকে) তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া সেই লোক হইতে পুনরায় ইহলোকে কর্ম্মের জন্য আসিয়া থাকে। (আসক্ত প্রাণী ভালমন্দ যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে সে পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যু ভোগ করে)। আসক্ত, কামনাযুক্ত পুরুষের গতি এইরূপ।

এক্ষণে কামনাবিহীন পুরুষের বিষয় উক্ত হইতেছে। যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম (পরম সত্যকে জানিয়া পূর্ণকাম) ও আত্মকাম (ভূমা আত্মাতেই যাঁহার কামনা) তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না; তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করেন)। তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

এ বিষয়ে এই শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে :—

৫। এই (জীবের) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা আশ্রিত রহিয়াছে, যখন সেই সমুদায় কামনা সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য জীব অমৃত হন, তখন তিনি এই স্থানেই, এই দেহেই বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মলাভ করেন।

৬। এই লোকে (জীবের) হৃদয়ের (রাগদ্বেষমোহ ও অহং-মমাদি) গ্রন্থি সমূহ যখন ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য (জীব) অমৃত হয়, এই মাত্রই অনুশাসন (শ্রুতির—বেদ ও উপনিষদের সার উপদেশ)।

সপ্তম অধ্যায়।

সাধনা—জপ, ধ্যান, চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তি।

১। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। শ্বে ২।৫

১। হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর :—

২। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য॥ ছা ৭।২৩, ২৪

৩। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। ক ১।৩।১৪

৪। ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্‌বয়ং ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি॥বৃ ৪।৪।১৪

৫। যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচোবিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ মু ২।২।৫

২। যিনি ভূমা (মহান্-পূর্ণ-অসীম-অনন্ত) তিনিই সুখস্বরূপ, যাহা সীমাবিশিষ্ট, অল্প, তাহাতে সুখ নাই। যিনি ভূমা তিনিই অমৃত, যাহা সসীম-অল্প, তাহা নশ্বর, বিনাশশীল। ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে।

৩। হে জীব, মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত ও জাগ্রৎ হও, ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পরমাত্ম-জ্ঞান লাভ কর। ক্ষুরের শাণিত ধার যেরূপ দুরতিক্রণীয়, ব্রহ্মানুভূতির, অমৃতত্ব লাভের পথও সেইরূপ দুর্গম, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলেন।

৪। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে অবগত হইতে পারি। যদি না পারি, তবে আমরা অজ্ঞানীই থাকি এবং তাহা হইলেই আমাদের মহান্ বিনাশ। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন। যাহারা তাঁহাকে বিদিত না হয় তাহারা (পুনঃপুনঃ) দুঃখ-তাপ (জন্ম-জরা-মৃত্যু) প্রাপ্ত হয়।

৫। যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ, সমুদায় প্রাণ-মন (সমুদায় প্রাণী) বিধৃত রহিয়াছে, সেই একমাত্র আত্মাকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতত্বের সেতু।

৬। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্ মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্যতন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ক ১।৩।১৫

৭। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥
ক ২।২।১৩

৮। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে ঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ক ২।২।১২

৯। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মু ২।২।৮

৬। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ রহিত (যিনি চক্ষুকর্ণাদি বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর), যিনি অনাদি-অনন্ত, ধ্রুব (অবিনাশী), যিনি মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে (পুনঃপুনঃ জন্মমরণ হইতে) মুক্ত হয়।

৭। অনিত্য পদার্থ সমূহের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনাবান জীবগণের যিনি চেতন, যিনি এক হইয়া সকল জীবের কাম্য বিষয় সমূহ বিধান করিতেছেন, তিনি সকলের অন্তরস্থিত। কামক্রোধাদিবর্জ্জিত যে সকল জ্ঞানী তাঁহাকে সম্যগ্‌ভাবে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্য শান্তির অধিকারী ; অন্যে নহে।

৮। যিনি এক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বীয় একরূপকে বহুপ্রকার করেন (অসংখ্য জীব ও জগদ্‌রূপ ধারণ করেন), সেই অন্তরাত্মাকে যে জ্ঞানিগণ সম্যগ্‌রূপে দর্শন করেন, নিত্যসুখ তাঁহাদেরই, অন্যের নহে (তাঁহারাই নিত্যসুখের অধিকারী)।

৯। সেই কার্য্য ও কারণরূপ (বা জগদ্‌রূপ ও জগদাতীত) ব্রহ্মকে দর্শন করিলে (উপলব্ধি করিলে) হৃদয়গ্রন্থি (রাগদ্বেষাদি বন্ধন) বিনষ্ট হয়, সর্ব্ব সংশয় (সন্দেহ, ভ্রম) বিদূরিত হয় এবং সমুদায় কর্ম্ম-বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

১০। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত॥ মু ২।২।৭

১১। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥
মু ২।২।৬

১২। যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসীপ্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ক ১।৩।১৩

১৩। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥ ক ২।৩।১০

১৪। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ক ২।৩।৯

১০। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ভূলোকে (ব্রহ্মাণ্ডে) যাঁহার মহিমা প্রকাশিত, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে—হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

১১। ওম্, এই পবিত্র নাম অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে (২১শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তোমাদের স্বস্তি মঙ্গল হউক। তোমরা অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে উত্তীর্ণ হও।

১২। প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানময় আত্মাতে, জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মাতে এবং মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন (বাক্যকে সংযত করিয়া মনের সঙ্কল্পাদি বৃত্তিসমূহ বর্জ্জন করিয়া, মন-বুদ্ধিকে স্থির করিয়া অনন্ত প্রশান্ত আত্ম-সত্তায় স্থিতি করিবেন। ২২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৩। যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিও যখন কোন চেষ্টা করে না, সেই (স্থির-প্রশান্ত) অবস্থাকে পরমগতি বলা হয়।

১৪। তাঁহার স্বরূপ চক্ষু গোচর নহে। তাঁহাকে কেহ চক্ষু দ্বারা

১৫। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ক ১।৩।৮

১৬। কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ মু ৩।২।২

১৭। নাবিরতো দুশ্চরিতান্-নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তোমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ক ১।২।২৪

১৮। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ মু ৩।১।৫

দেখিতে পায় না। হৃদয় (শ্রদ্ধাভক্তি), মনীষা (সম্যগ্ জ্ঞান) ও মনন (ধ্যান) দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

১৫। যিনি জ্ঞানবান-বিবেকী, সমনস্ক (স্মৃতিমান-স্মরণশীল), এবং সদাশুচি (বিশুদ্ধান্তঃকরণ-কামক্রোধাদি বিহীন), তিনিই সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১৬। যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসমূহের চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যক্তি কামনা সহ সেই সকল কামভোগোপযোগী লোকে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু নিবৃত্তকাম বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির সমুদায় কামনা ইহ জীবনেই বিলীন হয় (সুতরাং তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না)।

১৭। যে ব্যক্তি দুশ্চরিত হইতে বিরত নহে, যাহার (ইন্দ্রিয়সমূহ) শান্ত-সংযত নহে, যাহার মন স্থির-একাগ্র নহে, যাহার মন শান্ত (কামনা-বিহীন) নহে, সে ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

১৮। সত্য ও তপস্যা, সম্যগ্জ্ঞান ও নিত্যব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মা লভ্য। সেই জ্যোতির্ম্ময় (জ্ঞানময়) শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে (হৃদয়ে) বর্ত্তমান। দোষ (রাগ-দ্বেষ-মোহ) বর্জ্জিত যতিগণ তাঁহাকে দর্শন করেন।

১৯। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মু ৩।২।৩

২০। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ মু ৩।২।৪

২১। সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃপ্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥ মু ৩।২।৫

২২। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ মু ৩।২।৬

১৯। এই পরমাত্মাকে শাস্ত্র ব্যাখ্যান দ্বারা, মেধা (গ্রন্থার্থ ধারণশক্তি দ্বারা বা বহুশাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। ইনি (এই পরমাত্মা) যাঁহাকে (যে বরণযোগ্য শুদ্ধচিত্ত সাধককে) বরণ করেন তাঁহার (সেই সাধকের) নিকট ইনি স্বীয় তনু (স্বীয় স্বরূপ) প্রকাশ করেন।

২০। বলহীন (দুর্ব্বল চিত্ত), প্রমাদযুক্ত (সাধনে অমনোযোগী, ভোগে অনুরক্ত), জ্ঞানবিহীন-তপস্যানিরত ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে অর্থাৎ বলবীর্য্য, অপ্রমাদ এবং জ্ঞানসহ তপস্যা দ্বারা যত্ন করেন, তাঁহারই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

২১। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ (সম্যগ্‌দর্শিগণ) জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতকৃত্য, কামনাহীন ও প্রশান্ত চিত্ত হন। সেই যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্ত জ্ঞানিগণ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্ব্বতঃ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।

২২। যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

২৩। উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ॥ শ্বে ১।৭

২৪। এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥শ্বে ১।১২

২৫। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বে ৬।২৩

নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ॥ ওঁ

২৩। এই পরম ব্রহ্মের বিষয় বর্ণিত হইল। এই ব্রহ্মকেই বেদ-উপনিষৎ বা বেদান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তিনি অক্ষর (নিত্য, অবিনাশী) ও সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং জগদ্-রূপত্ব এই ত্রিবিধত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। (তাঁহাতে নিয়ন্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য জগৎ, এই তিন ভাব বিদ্যমান আছে)। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বিদিত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হয়েন এবং ব্রহ্মে লীন হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়েন।

২৪। এই নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মই জ্ঞেয়। ইহার উপর জানিবার আর কিছুই নাই। এই পরব্রহ্মই ভোক্তাজীব, ভোগ্যজগৎ এবং এতদুভয়ের নিয়ন্তা পরিচালক ঈশ্বর; এই ত্রিবিধরূপই ব্রহ্মের জানিবে। (অসীম, অনন্ত, অব্যক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশিত)।

২৫। পরম দেবতা পরমেশ্বরে যাঁহার পরমা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরে যেরূপ, গুরুতেও তদ্রূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মাকে এই সকল উপদেশ কথিত হইলে প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ নিরহঙ্কার, বিনীত, ভক্তিমান মহাত্মাই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী।

সেই পরম ঋষিগণকে নমস্কার, সেই পরম ঋষিগণকে নমস্কার॥ ওঁ

অষ্টম অধ্যায়।

ধর্ম্মজীবন-লাভের উপদেশ।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।

সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবোভব। পিতৃদেবোভব। আচার্য্যদেবোভব। অতিথিদেবোভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরানি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্॥ তৈঃ ১।১১

তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি॥ বৃ ৫।২।৩

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন :—

সত্য বলিবে। ধর্ম্মাচরণ করিবে। বেদধ্যয়নে অনবহিত হইবে না। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল লাভে অনবহিত হইবে না। উন্নতিলাভে-মহত্ত্বলাভে শিথিল হইবে না। বেদ-উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাসীন্য করিবে না। দেব ও পিতৃ কার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। মাতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্য্য গুরুকে দেবতা জ্ঞান করিবে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞান করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয় সেই সকল কর্ম্ম করিবে। নিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে না। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। সন্তোষের সহিত দান করিবে। ইহাই অনুশাসন। এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিবে।

দম, দান, দয়া—এই তিনটী ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। (দম = সংযম)।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ তৎ সৎ। হরিঃ ওঁ।